কালের কণ্ঠ

তারিখ 06 AUG 2018
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বিপাকে পিস স্কুলের ১৫ হাজার শিক্ষার্থী

শরীফুল আলম সুমন ▷

শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বন্ধের নির্দেশ দেওয়ায় সব পিস স্কুলের কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে তাদের সাইনবোর্ড সরিয়ে ফেলেছে। গত বুধবার রাজধানীতে সব পিস স্কুল বন্ধ ছিল। এ অবস্থায় দুশ্চিন্তায় পড়েছেন ২৭ পিস স্কুলের প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা। অনেক শিক্ষার্থী স্কুলে এসে ফিরে গেছে। বছরের মাঝামাঝি এসে সন্তানদের কোথায় ভর্তি করাবেন তা নিয়ে চিন্তায় পড়েছেন অভিভাবকরা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষও শিক্ষার্থীদের নিয়ে ভাবনায় পড়েছে। যেখানে যেখানে পিস স্কুল রয়েছে, তার আশপাশের কোনো স্কুলে ওই শিক্ষার্থীদের ভর্তি করানোর চিন্তাভাবনা চলছে। তবে পিস স্কুল কর্তৃপক্ষ নতুন নামে একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পিস স্কুল বন্ধ করা রাষ্ট্রীয় জরুরি বিষয়। তবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন তো আর নষ্ট করা যায় না। অনেক অভিভাবকই না জেনে সন্তানদের পিস স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। পিস স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন ওই শিক্ষার্থীদের পার্শ্ববর্তী কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি করানো যায় কি না সে ব্যাপারে চিন্তাভাবনা চলছে। এ ক্ষেত্রে পার্শ্ববর্তী ওই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর আসন বাড়ানোর প্রয়োজন হলে তা-ও করা যেতে পারে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই স্কুল-কলেজগুলো বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে, তারাই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেবে। আমরা তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করব। আশা করছি, দু-এক দিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত আসবে। তবে নতুন করে অন্য কোনো নামে পিস স্কুলগুলোর অনুমোদনের কোনো সুযোগ নেই।'

▶ আশপাশের স্কুলে ভর্তি করানোর চিন্তাভাবনা অভিভাবকদের

▶ পর্যালোচনা চলছে 'পিস কলেজ' বিষয়েও

জানা যায়, সারা দেশে পিস স্কুলের সংখ্যা ২৭। এর মধ্যে কেবল রাজধানীর লালমাটিয়ায় অবস্থিত পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। ২০১৪ সালে তাদের অনুমোদন দেওয়া হয়। এই স্কুলই তাদের শাখা হিসেবে আরো কয়েকটি স্কুল পরিচালনা করছিল। বাকি স্কুলগুলোর কোনো অনুমোদন নেই। তবে 'পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল' কিভাবে অনুমোদন পেয়েছিল এবং পিস স্কুলের সঙ্গে কারা জড়িত তা তদন্ত করে খতিয়ে দেখতে গতকাল ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গত মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় সব পিস স্কুল বন্ধের নির্দেশ দেওয়ার পর বিকেলেই অভিভাবকদের এসএমএস পাঠায় লালমাটিয়ার পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাতে বলা হয়, 'অনিবার্য কারণে আমাদের স্কুলটি বন্ধ রাখতে হচ্ছে। আগামী বুধ ও বৃহস্পতিবার স্কুলটি বন্ধ রাখা হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ আগামী রবিবার (৭ আগস্ট) থেকে স্কুলটি নতুনভাবে চলবে।' পরে ওই দিন রাতেই আরেক এসএমএসে বলা হয়, 'প্রিয় অভিভাবক, আসসালামু আলাইকুম। আমরা আপনাদের জানাতে পেরে আনন্দিত যে পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের নাম পরিবর্তন করে সাউথশোর স্কুল নাম দেওয়া হয়েছে। বই,- খাতা, ডায়েরিসহ সকল স্থানে পর্যায়ক্রমে নাম পরিবর্তন করা হবে। ইনশাআল্লাহ, আপনারা আমাদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন।' তবে গতকাল লালমাটিয়ার বি ব্লকের ৫/৭ নম্বর বাড়িটিতে গিয়ে দেখা যায়, স্কুলটির কোনো সাইনবোর্ড নেই, গেটও বন্ধ। আশপাশের লোকজনের কাছ থেকে জানা যায়, সকালে কয়েকজন অভিভাবক ও শিক্ষার্থী স্কুলের গেটে এসে ফিরে গেছে।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক এ টি এম মইনুল হোসেন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পরই মঙ্গলবার লালমাটিয়ার পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। সাউথশোর স্কুল নামেও কোনো স্কুলের অনুমোদন দেয়নি ঢাকা বোর্ড।'

এসব বিষয়ে কথা বলতে পিস ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের অধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ জামানের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা বন্ধ পাওয়া যায়।

উত্তরা ১৩ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত পিস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক শিমুল আক্তার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমাদের স্কুলে পৌনে ৪০০ শিক্ষার্থী। স্কুল সরকার বন্ধ করেছে, সব শেষ হয়ে গেছে। আমাদের আর নতুন করে স্কুল চালানোর ইচ্ছা নেই।' শিক্ষার্থীরা কী করবে এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এটা অভিভাবকরাই চিন্তা করবেন।'

গত বুধবার সকালে রাজধানীর মালিবাগ চৌধুরীপাড়ার ৪০০ নম্বর বাড়িতে পরিচালিত পিস স্কুলে গেলে সেটিও বন্ধ পাওয়া যায়।

তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় পিস স্কুল বন্ধের নির্দেশ দিলেও 'পিস' নাম যুক্ত থাকা কলেজগুলো এখনো চালু আছে। রাজধানীর ভাটারার নতুনবাজারে ঢাকা পিস কলেজ এবং দক্ষিণ বনশ্রীতে পিসফুল কলেজ নামে দুটি কলেজ রয়েছে। উভয় প্রতিষ্ঠান ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদিত।

এ বিষয়ে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা কলেজ দুটির কর্তৃপক্ষকে ডেকেছি। তাদের ব্যাপারে আগামী সপ্তাহের শুরুতেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দেওয়া হবে। যেহেতু পিস স্কুল মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে বন্ধ হয়েছে, তাই কলেজের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত মন্ত্রণালয় নেবে।'

গত বুধবার এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, 'পিস স্কুলের শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব স্কুল কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে। পিস স্কুলে যে লেখাপড়া হচ্ছে তা দেশের জন্য মঙ্গলকর নয়। যারা এই স্কুলগুলো পরিচালনা করছে তারা স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। তারা ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে শিক্ষার্থীদের জঙ্গিবাদে উৎসাহিত করছে। তাই এসব স্কুল আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। আরো তদন্ত করে পরবর্তী করণীয় ঠিক করা হবে।'

পিস স্কুল নিয়ে গত এপ্রিলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একটি গোয়েন্দা সংস্থার দেওয়া প্রতিবেদনে বলা হয়, বেশির ভাগ পিস স্কুল জামায়াতের আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা ও রাজনৈতিক আদর্শে পরিচালিত হচ্ছে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অনুমোদনের বাইরে জামায়াতের দলীয় আদর্শের পাঠ্য বই পড়ানো হয়। এসব স্কুলের পরিচালনা পর্ষদে রয়েছেন জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মী ও সমর্থকরা।

জঙ্গিবাদে উসকানির অভিযোগে গত মাসে পিস টিভি বন্ধ করা হলে পিস স্কুল নিয়েও কথা ওঠে। এরপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পৃথকভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করে। তবে ওই কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশের আগেই গত মঙ্গলবার সব পিস স্কুল বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।